যুগান্তর

তারিখ 15 MAR 2016
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

জুলাইয়ের আগে নতুন স্কেলে এমপিও নয়

মুসতাক আহমদ

চলতি অর্থবছরে নতুন পে-স্কেলে বেতন-ভাতা (এমপিও) এবং বকেয়া কোনোটিই পাচ্ছেন না বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীরা। অর্থপ্রাপ্তি সাপেক্ষে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের শুরু থেকে এমপিও পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। এ সংক্রান্ত প্রক্রিয়াগত জটিলতা নিরসন না হওয়ায় এই বিলম্ব হচ্ছে। তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এর অংশ হিসেবে রোববারও শিক্ষা সচিব মো. সোহরাব হোসাইন অর্থ মন্ত্রণালয়ে আধা সরকারি পত্র (ডিও) পাঠিয়েছেন।

» অপেক্ষায় ৫ লাখ শিক্ষক-কর্মচারী

» অর্থ চেয়ে শিক্ষা সচিবের ডিও

অর্থ মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্মসচিব নাম প্রকাশ না করে বলেন, 'এমপিও ইস্যুতে প্রয়োজনীয় টাকা-পয়সার হিসাব সম্পন্ন। নতুন পে-স্কেলের প্রয়োজন মেটাতে বাজেটে যে ১৫ হাজার কোটি টাকা আছে, সেখান থেকে এই ব্যয় সংস্থান করা সম্ভব। এক্ষেত্রে অর্থের সংকট নেই। এমনকি আগামী বাজেটেও এই ব্যয় ধরে রাখা হবে। কিন্তু প্রক্রিয়াগত কিছু কাজ এখনও শেষ হয়নি। তাই এই বিলম্ব হচ্ছে। কাজ শেষ হলেই নতুন স্কেলে বেতন ও বকেয়া ছাড় করা হবে। সেক্ষেত্রে চলতি অর্থবছর নয় আগামী অর্থবছর থেকে অর্থ ছাড় শুরু হতে পারে।'

এর আগে বলা হয়েছিল যে, সরকারি কর্মকর্তাদের মতোই ডিসেম্বর থেকে এসব শিক্ষক-কর্মচারী এমপিও পাবেন। পরে শোনা গেছে মার্চ থেকে দেয়া শুরু হবে। কিন্তু বাস্তবে কিছুই হয়নি। ঠিক কবে নাগাদ পাবেন, এই পর্যায়ে এসে তাও কেউ নিশ্চিত করতে পারছেন না। এ অবস্থায় সারা দেশের পাঁচ লক্ষাধিক শিক্ষক-কর্মচারীর দিন কাটছে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায়। এ অবস্থায় সোমবার সরকারপন্থী একটি শিক্ষক সংগঠন নতুন স্কেলে বেতন-ভাতা ও বকেয়া আদায়ের দাবিতে ৩০ মার্চ দেশব্যাপী বিক্ষোভ ও মানববন্ধনের কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একাধিক কর্মকর্তা বলেন, এমপিও ইস্যুতে বেশ কয়েকটি জটিলতা তৈরি হয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, কোন মাস থেকে নতুন স্কেল বাস্তবায়ন করা হবে। পে-কমিশনের সুপারিশ ছিল, সরকারি কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে বাস্তবায়নের ছয় মাস পর 'যাচাই-বাছাই সাপেক্ষে' এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানে নতুন স্কেল বাস্তবায়ন করা হবে। এই বিষয়টি সচিব কমিটিও চূড়ান্ত করে। কিন্তু গত ১৫ ডিসেম্বর পে-স্কেলের গেজেট প্রকাশের পর এমপিও বিষয়ে কোনো নির্দেশনা না থাকায় সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-কর্মচারীদের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। তখন শিক্ষা মন্ত্রণালয় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ২০ ডিসেম্বর একটি পরিপত্র জারি করে। এতে বলা হয়েছে, সরকারি কর্মকর্তাদের মতোই ২০১৫ সালের জুলাই থেকে এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের নতুন পে-স্কেল বাস্তবায়ন করা হবে। শুধু তাই নয়, গত জুলাই থেকে এসব শিক্ষক-কর্মচারী ২০ শতাংশ হিসেবে মহার্ঘভাতা পেয়েছেন। ফলে এ নিয়ে একটি জটিলতা দেখা দিয়েছে। আরেকটি জটিলতা হচ্ছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সার্বিক পর্যালোচনা না হওয়া। কেননা, এই পর্যালোচনার পরই যোগ্যতাভিত্তিক এমপিও দেয়ার কথা বলেছে অর্থ মন্ত্রণালয়। সচিব কমিটিও এই বিষয়টি অনুমোদন করে। কিন্তু এটি সুরাহা হয়নি। **শেষে : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৭**

জুলাইয়ের আগে নতুন স্কেলে এমপিও নয়

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এমন জটিলতার কারণেই এরই মধ্যে কয়েক দফায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে বৈঠক হয়েছে। এছাড়া প্রায় দুই মাস আগে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্তসহ বাড়তি অর্থ চেয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ে চাহিদাপত্র পাঠানো হয়। সর্বশেষ রোববার শিক্ষা সচিব ডিও পাঠান। যুগ্মসচিব (মাধ্যমিক) রুহী রহমান যুগান্তরকে বলেন, এতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীর সংখ্যা, প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণসহ অন্যান্য তথ্য তুলে ধরা হয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্মসচিব জানান, গত জানুয়ারি মাসে অর্থ মন্ত্রণালয়ে ছয় মাসের বকেয়া এবং নতুন স্কেলে এমপিও হিসেবে কত টাকা লাগবে সেই হিসাব পাঠানো হয়েছে। সে অনুযায়ী জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত অষ্টম পে-স্কেলে এমপিও দিতে ২ হাজার ৪৬৯ কোটি ২৭ লাখ টাকা বাড়তি ব্যয় হবে। এর মধ্যে বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার বেতন-ভাতা বাবদ ২ হাজার ৩৮৩ কোটি ২২ লাখ ৮২ হাজার ৯০০ টাকা এবং কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য ৮৫ কোটি ৯৪ লাখ ৪৪ হাজার ১৯৪ টাকা।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুযায়ী, বর্তমানে সারা দেশে প্রায় পাঁচ লাখ শিক্ষক-কর্মচারী এমপিও পাচ্ছেন। এর মধ্যে সাধারণ স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসায় শিক্ষক-কর্মচারী আছেন ৪ লাখ ৭৯ হাজার ২৯২ জন। কারিগরি স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসায় আছেন ১৭ হাজার ৩৭৬ জন।

এদিকে এমপিও পাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা ও শিক্ষকদের ক্ষোভের বিষয়টি সামনে রেখে বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন সক্রিয় হয়ে উঠেছে। অনতিবিলম্বে নতুন পে-স্কেলে এমপিও দেয়ার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন। দাবি জানানো এসব সংগঠনের একটি হচ্ছে শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্ট। এ সংগঠনের নেতারা গেল সপ্তাহে শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পৃথক বিবৃতি দিয়েছে শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোট। ৮ম জাতীয় বেতন স্কেল দ্রুত কার্যকর ও এ সংক্রান্ত গত ২০ ডিসেম্বরের প্রজ্ঞাপন সংশোধনের দাবিতে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। সরকার সমর্থক এ শিক্ষক সংগঠনটি আগামী ৩০ মার্চ বুধবার দেশের সব জেলা সদরে শিক্ষক-কর্মচারীদের নিয়ে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ করবে। কেন্দ্রীয় কর্মসূচি ঢাকায় জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে অনুষ্ঠিত হবে। এরপরও দাবি মেনে না নিলে বৃহত্তর আন্দোলন ও কর্মসূচি ঘোষণায় বাধ্য হবে বলে তারা হুঁশিয়ারি দিয়েছে।

সোমবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে এক সংবাদ সম্মেলনে সমিতির নেতারা এ কথা জানান।